দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ১৮/৮/২০০০
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

৩০৭

নকল প্রতিরোধ করায় চলনবিল অঞ্চলে ৪০টি কলেজে এইচএসসির ফলাফলে ধস

চলনবিল সংবাদদাতা ॥ গত এইচএসসি পরীক্ষায় নকল করিতে ব্যর্থ হওয়ায় চলনবিল ও পার্শ্ববর্তী এলাকার কলেজসমূহের ফলাফলে ধস নামিয়াছে। ১৩টি কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে কেহই পাস করিতে পারে নাই। ১৫টি কলেজে পাস করিয়াছে মাত্র ১ শত ৫১ জন। রাজনীতিমুক্ত উল্লাপাড়া বিজ্ঞান কলেজ ব্যতিরেকে অন্য কলেজগুলির অবস্থা অত্যন্ত করুণ। তবে টুকি-টাকি নকল চলিয়াছে এমন কেন্দ্রসমূহের ফলাফল অপেক্ষাকৃত ভাল বলিয়া জানা যায়।

চলনবিলের পূর্বাঞ্চলসহ সিরাজগঞ্জ জেলার থানা পর্যায়ে এবং থানার বাহিরে কেন্দ্রসমূহ নকল সুবিধায় পরীক্ষার জন্য পরিচিত ছিল। কিন্তু গত এইচএসসি পরীক্ষায় নকলবাজরা অনেক কেন্দ্রেই ব্যর্থ হইয়াছে। তাড়াশ, উল্লাপড়া, শাহজাদপুর, বেলকুচি, রায়গঞ্জ, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ সদরসহ ৭টি থানার ৪০টি কলেজে জরিপ

(১৩শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

নকল প্রতিরোধ করায়

(৩য় পৃঃ পর)

চালাইয়া দেখা গিয়াছে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১২ হাজার ৭০ জন। তন্মধ্যে পাস করিয়াছে ২ হাজার ৩ শত ৯৫ জন। ১৫টি কলেজের ফলাফল অত্যন্ত করুণ। উহার মধ্যে তাড়াশ মহিলা কলেজে পাস করিয়াছে মাত্র ৩ জন, বেলকুচি মহিলা কলেজ হইতে ২ জন, শাহজাদপুর বঙ্গবন্ধু মহিলা কলেজ হইতে ২ জন, শাহজাদপুর মহিলা কলেজ হইতে ১ জন, গুলটা শহীদ মনসুর আলী কলেজ হইতে ৭ জন, দোবিলা ইসলামপুর কলেজ হইতে ৮ জন, নিমগাছি কলেজ হইতে ৮ জন, গ্রাম পাঙ্গাসী কলেজ হইতে ১০ জন, নওগাঁ জিন্দানী কলেজ হইতে ১১ জন, কুলজোর কলেজ হইতে ১২ জন, সাইফুদ্দিন এহিয়া কলেজ হইতে ৯ জন, ঘোরসান কলেজ হইতে ৫ জন, ঝটি বেলাই কলেজ হইতে ১৭ জন, চান্দাইকোনা ওয়াহেদ মরিয়ম কলেজ হইতে ১৮ জন, এবং শাহজাদপুর সরকারী কলেজ হইতে পাস করিয়াছে ৩৮ জন।

৭ থানার ১৩টি কলেজ হইতে বিজ্ঞান বিভাগে কেহ পাস করিতে পারে নাই। ৭টি থানার মধ্যে উল্লাপাড়া থানার ৮টি কলেজে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২ হাজার ২ শত ৬৫ জন। সরকারী আকবর আলী কলেজ কেন্দ্রে ১ হাজার ৯ শত জনের মধ্যে পাস করিয়াছে ৪১৩ জন। নকলের জন্য পরিচিত এই কেন্দ্রের সরকারী কলেজে পরীক্ষার্থী ছিল ১ হাজার ২০১ জন। পাস করিয়াছে মাত্র ২২৩ জন। প্রথম বিভাগে ১৭ জন। থানা সদরের রাজনীতিমুক্ত বিজ্ঞান কলেজে ৩৬০ জনের মধ্যে পাস করিয়াছে ১৬০ জন। প্রথম বিভাগে ৬১ জন। শাহজাদপুর থানার ৮টি কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্র ৩টি। সরকারী কলেজ কেন্দ্রের নকল প্রতিরোধ করায় ৮৯৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করিয়াছে মাত্র ৩৮ জন। একই থানার সাতবাড়িয়া কলেজ কেন্দ্রে ৪১৮ জনের মধ্যে পাস করিয়াছে ১৫৬ জন। তালগাছী করতোয়া কলেজে পাস করিয়াছে ৫৪০ জনের মধ্যে ২১৫ জন। ক্ষুদ্রতম কামারখন্দ থানার ৪টি কলেজে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল এক হাজার ২১৯ জন। পাস করিয়াছে ১৪৭ জন। রায়গঞ্জ থানার ৩টি কেন্দ্রে কলেজের সংখ্যা ৭টি। তন্মধ্যে সলঙ্গা কলেজের ৬ শত ৩৯ জনের মধ্যে পাস করিয়াছে ৮৪ জন। চান্দাইকোনা কেন্দ্রে ৫৭৯ জনের মধ্যে পাস করিয়াছে ১৮ জন। তবে বেগম নূরুননাহার তর্কবাগীশ কলেজে টুকি-টাকি নকল চলায় পাস করিয়াছে ২০১ জন। বেলকুচি থানার ২টি কলেজের পরীক্ষার্থী ১ হাজার ৩শত ২২ জন। পাস করিয়াছে ১২১ জন। প্রথম বিভাগ ১৪ জন। তাড়াশ থানায় মোট পরীক্ষার্থী ৮১২ জন। পাস করিয়াছে ৫টি কলেজে ৫৮ জন। কেহ প্রথম বিভাগে পাস করিতে পারে নাই।

সিরাজগঞ্জ সদর থানায় ৬টি কলেজের মোট পরীক্ষার্থী ১ হাজার ৭৩৫ জন। ৩টি সরকারী কলেজসহ পাস করিয়াছে ৬৭৬ জন। প্রথম বিভাগ ১৬৫ জন। জেলা শহরে ৪টি কেন্দ্র ১টি কেন্দ্র এবং বাহিরে ১টি কেন্দ্র। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের পরীক্ষার্থী ৮৮ জন। ৪৫ জন প্রথম বিভাগসহ পাস করিয়াছে ১৩৮ জন। ইসলামিয়া সরকারী কলেজ কেন্দ্রে ২১০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৮ জন প্রথম বিভাগসহ পাস করিয়াছে ৫২ জন। অথচ যমুনা কলেজ সাব কেন্দ্রে ১১৯ জনের মধ্যে একটু সুবিধার জন্য পাস করিয়াছে ৫৫ জন। বাগাবাটি কলেজে নকল সুবিধার জন্য পরীক্ষার্থী বেশী ছিল। ৫৪৮ জনের মধ্যে পাস করিয়াছে ১৮৯ জন। জেলা শহরে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত নমনীয় পরীক্ষার জন্য বিখ্যাত [illegible]

করিয়াছে ১৯৪ জন। রাশিদুজ্জোহা মহিলা কলেজের পরীক্ষার্থী ১৪১ জন। পাস করিয়াছে ৩৮ জন। উল্লাপাড়া বিজ্ঞান কলেজে সার্বিক ফলাফল ভাল। তবে চলনবিলের দক্ষিণের ভবংগুড়া, চাটমোহর এবং পশ্চিমের গুরুদাসপুর, খুবজীপুর কেন্দ্রে এই বছর ব্যাপক নকলবাজির অভিযোগ রহিয়াছে। ফলে পাসের হার এবং প্রথম বিভাগের হার ব্যাপক। চাটমোহর মহিলা কলেজের পরীক্ষার্থী ছিল ৯০ জন। পাস করিয়াছে ৮৫ জন। তন্মধ্যে প্রথম বিভাগে ৩৮ জন। অন্যান্য কলেজেও রেকর্ড পরিমাণ পাস করিয়াছে। গুরুদাসপুর, খুবজীপুর, চাটমোহর ও ভাংগুরা থানার কেন্দ্রগুলিতে প্রথমবারের মত ব্যাপক নকলের সুযোগ করিয়া দেওয়ায় ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকগণ যে ভাল ফলাফলের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছে উহা প্রতিরোধ করা কতটুকু সম্ভব হইবে তাহা বোঝা যাইবে আগামী ডিগ্রী পরীক্ষায়।